দৈনিক বাংলা

তারিখ ...07 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি'র প্রাইভেট পরীক্ষার্থী

এবার এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মিছিল। হাঙ্গামা এবং ভাংচুর। দাবি হচ্ছে এসএসসি'র প্রাইভেট পরীক্ষায় সাবেক নিয়ম বহাল রাখতে হবে। পূর্বে যেমন তেমন একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করা যেত, নতুন নিয়মে সেটি হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে নিয়ম তেমন নতুন নয়। পুরান নিয়মই এবার কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে পুরান ঢংয়ে আর প্রাইভেট পরীক্ষায় বসা যাচ্ছে না। ফলে, এই হৈচৈ।

সম্প্রতিকালে পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নপত্র চালু হবার পর এ ব্যাধি আবার দেখা দিয়েছে। টিকমার্ক সর্বস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি আবার প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বত্রই প্রতিযোগিতা চলেছে অষ্টম-নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী সেজে পাস করার।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে আবার কঠোর হতে হয়েছে। নতুন করে নির্দেশ দিয়েছে- প্রাইভেট পরীক্ষার নিয়ম বিধি মানতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু নতুন নিয়মও করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের। প্রতিটি পরীক্ষার্থী আগের ক্লাস চাওয়া হয়েছে। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র হলে তার, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে উঠার তারিখ চাওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে নির্দিষ্ট বছর পার হবার পুর্বে এরা এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। অপরদিকে, টিকমার্ক দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিও পাল্টে যাচ্ছে সামনের বছর থেকে। অর্থাৎ সহজ পন্থায় এসএসসি পরীক্ষা পাসের শেষ বছর হচ্ছে চলতি বছর।

এ কারণেই তথাকথিত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা মাঠে নেমেছে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছে নতুন নেয়া বিধি-নিয়মের বিরুদ্ধে। আর নিশ্চয় এদের পেছনে উৎসাহ জোগাচ্ছে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষার নামে শিক্ষা ব্যবসায়ী। যাদের একমাত্র কাজ ভুয়া পরীক্ষার্থীদের সংগ্রহ করে কিছু মৌসুমী রোজগার। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের একটি নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক-এর সাথে জড়িত। এরা জড়িত না থাকলে এ ধরনের পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া কোনকালে সম্ভব নয়। এদের রসহযোগিতা ব্যতীত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের।

এ সমস্যার সমাধান করতে হলে রোর্ড কর্তৃপক্ষকে শুধু আইন প্রণয়ন করলে চলবে না, সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।